যুগান্তর

তারিখ 04 JAN 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে ঝরে পড়ল পৌনে ৫ লাখ শিক্ষার্থী

বিচ্যুতদের কক্ষপথে ফেরাতে উদ্যোগ নেবে সরকার

মুশতাক আহমেদ

লেখাপড়ার কক্ষপথ থেকে পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণীতে এবার বিচ্যুত হয়ে গেল প্রায় পৌনে ৫ লাখ শিক্ষার্থী। পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য নিবন্ধনের পর পরীক্ষাই দেয়নি। বাকিরা পাস করতে পারেনি। সরকার এসব শিক্ষার্থীকে 'ঝরে পড়েছে' বলতে নারাজ। নীতিনির্ধারকরা বলছেন, এদের হারিয়ে যেতে দেয়া হবে না। কক্ষপথে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ নেয়া হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) মহাপরিচালক শ্যামলকান্তি ঘোষ বলেন, এসব শিক্ষার্থী 'ঝরে পড়েছে' তা বলা যাবে না। এরা পরীক্ষা দেয়নি বা ফেল করেছে— এর মানে এই নয় যে, তারা আগামী বছর পরীক্ষা দেবে না। একই কথা বলেছেন, শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। তিনি বলেন, তারা আবার পরীক্ষা দেবে।

২৯ ডিসেম্বর অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী বা জেএসসি এবং জেডিসি আর ৩০ ডিসেম্বর পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী বা প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। পাসের হার ও জিপিএ-৫ এর জয়জয়কার এবার।

পড়ল : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

পড়ল : পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে ঝরে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নজিরবিহীনভাবে প্রশ্নফাঁসের ঘটনাও ঘটেছে। এর বাইরে 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' (এমডিজি) অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে প্রাথমিকে শতভাগ শিক্ষার্থী ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। যদিও সরকার দু'বছর হাতে থাকতেই সে লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

এ অবস্থায় ফেল করা বা পরীক্ষায় অংশ না নেয়া নিয়ে নানা বিশ্লেষণ চলছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ শতভাগ শিক্ষার্থীরই পাসের পক্ষে। এমনকি ৫ বছর মন্ত্রিত্ব করার পরও কেন শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করতে পারল না— এ নিয়ে তার আক্ষেপও রয়েছে। ৩০ ডিসেম্বর প্রাথমিক ও ইবতেদায়ির ফল প্রকাশকালে তিনি বলেন, 'আমরা চাই প্রত্যেক শিক্ষার্থীই পাস করুক। কোনো অভিভাবকই নিজ সন্তান ফেল করবে— এ জন্য পরীক্ষায় বসান না।' তিনি আরও বলেন, 'আমি বরং লজ্জাবোধ করছি যে, ৫ বছর মন্ত্রিত্ব করার পরও শতভাগে পাসের হার পৌঁছাতে পারলাম না।'

জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য এবার ৮টি সাধারণ বোর্ডে নিবন্ধিত হয়েছিল ১৯ লাখ ১ হাজার ৯৮১ শিক্ষার্থী। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নেয় ১৮ লাখ ৬২ হাজার ৩৮০ জন। এ পর্যায়ে ঝরে পড়ে ৩৯ হাজার ৬০১ জন। আর পাস করে ১৬ লাখ ৭৫ হাজার ১০৯ জন। ফেল করে ১ লাখ ৮৭ হাজার ২৭১ জন। সবমিলে জেএসসিতেই কক্ষচ্যুত হয় ২ লাখ ২৬ হাজার ৮৭২ জন। অন্যদিকে জেডিসি পরীক্ষার জন্য নিবন্ধন করে ৩ লাখ ১৫ হাজার ৬২০ জন। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৩ লাখ ১৩ হাজার ৬৮০ জন। এ পর্যায়ে ঝরে পড়ে ১ হাজার ৯৪০ জন। পরীক্ষায় পাস করে ২ লাখ ৮৫ হাজার ৭৯৬ জন। ফেল করে ২৭ হাজার ৮৮৪ জন। ফলে ঝরে পড়া আর ফেল করা নিয়ে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯ হাজার ৮২৪ জনে।

এর বাইরে জেএসসিতে বিদেশের ৮টি কেন্দ্রে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৪৭৫ জন। পাস করে ৪৬১ জন। ফেল করে ১৪ জন। সবমিলিয়ে জেএসসি ও জেডিসিতে ফেল করা ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ ৫৬ হাজার ৭১০ জনে।

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিতে নিবন্ধন করে ২৬ লাখ ৩৯ হাজার ৪৫ জন। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নেয় ২৫ লাখ ১৯ হাজার ৩২ জন। পরীক্ষার আগেই ঝরে পড়ে ১ লাখ ২০ হাজার ১৩ জন। পাস করে ২৪ লাখ ৮৩ হাজার ১৪২ জন। ফেল করে ৩৫ হাজার ৮৯০ জন। ফেল করা ও অনুপস্থিত শিক্ষার্থী মিলে মোট সংখ্যা ১ লাখ ৫৫ হাজার ৯০৩ জন। অন্যদিকে ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিতে অন্তর্ভুক্ত হয় ৩ লাখ ২২ হাজার ১৯২ জন। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নেয় ২ লাখ ৭৩ হাজার ৯৭৯ জন। ঝরে পড়ে ৪৮ হাজার ২১৩ জন। পরীক্ষায় পাস করে ২ লাখ ৬২ হাজার ৪৭২ জন। ফেল করে ১১ হাজার ৫০৭ জন। ফেল ও অনুপস্থিত মিলে এ সংখ্যা ৫৯ হাজার ৭২০ জন। সবমিলিয়ে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি সমাপনীতে ফেল ও অনুপস্থিত শিক্ষার্থী ২ লাখ ১৫ হাজার ৬২৩ জন।

আর জেএসসি-জেডিসি এবং প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষায় ফেল ও অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪ লাখ ৭২ হাজার ৩৩৩ জন। যেখানে মোট পরীক্ষার্থী ছিল প্রায় ৫০ লাখ।

ডিপিই মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ বলেন, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের ফের লেখাপড়ায় নিয়ে আসতে রস্কসহ একাধিক প্রকল্প রয়েছে। যদি এসব শিক্ষার্থী আগামী বছর আর পরীক্ষা না-ই দেয় সেক্ষেত্রে ওই সব প্রকল্পের মাধ্যমে লেখাপড়ায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা থাকে। তিনি বলেন, এটা ঠিক যে, উল্লিখিত শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি গ্রুপ রয়েছে যাদের শিক্ষকরাই ভালো করবে না— আশংকায় পরীক্ষায় বসায়নি। এটা তারা খুঁজে বের করবেন। কিছু আছে, অসুস্থতাসহ নানা কারণে পরীক্ষায় অংশ নিয়েও ফেল করেছে। কিছু শিক্ষার্থী রয়েছে, যাদের একই সঙ্গে মূলধারার বিদ্যালয়ের পাশাপাশি এনজিও স্কুলেও নিবন্ধন করিয়েছে। ফলে এখানে 'ডুপ্লিকেট' হওয়ায় তাকে আর বাস্তবেই পাওয়া যাবে না।

শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, যেসব শিক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেনি বা ফেল করেছে, তাদের লেখাপড়ায় ধরে রাখতে স্কুলগুলোকে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দেয়া হবে। এ নিয়ে মন্ত্রণালয় কাজ করবে।